দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... AUG 1 0 1999 ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬ ......

সাদত কলেজে পরীক্ষায় ব্যাপক নকল, বহিষ্কারের পর সংঘর্ষ

টাঙ্গাইলে পুলিশের গুলিতে একজন নিহত, আহত ৫০

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ করটিয়া, সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে স্নাতক সম্মান ও সাবসিডিয়ারি পরীক্ষায় ব্যাপক হারে নকলের পরিপ্রেক্ষিতে বহিষ্কারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষে একজন নিহত ও অর্ধ শতাধিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল পরীক্ষা চলাকালে জেলা প্রশাসকের একটি টিম নকল প্রতিরোধে ব্যাপক হারে বহিষ্কার করে। টিমের সদস্যরা পরীক্ষার্থীদের শরীর তল্লাশি করে ও বহিষ্কার করতে থাকে। এতে পরীক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এরই জের হিসেবে পরীক্ষাশেষে বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী এবং তাদের সহযোগীরা পরীক্ষা হলের দরজা-জানালা ভাঙার চেষ্টা চালায়।

পরীক্ষা কেন্দ্রে মোতায়েন পুলিশ এ সময় বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের ধাওয়া করে। ছাত্ররাও সংঘবদ্ধ হয়ে পুলিশকে ধাওয়া করে। শুরু হয় পুলিশ এবং ছাত্রদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এ পর্যায়ে ছাত্র নেতারা ঘটনা মীমাংসার জন্য গেলে পুলিশ ছাত্রদলের হামিদ তালুকদারসহ কয়েকজনকে লাঞ্ছিত করে। এতে ছাত্ররা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে পুলিশের প্রতি কয়েকটি ককটেল ছুড়ে মারে।

পুলিশ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রদের প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরে টিয়ার গ্যাস ছোড়ে। পুলিশ এবং ছাত্রদের মধ্যে এ সংঘর্ষ প্রায় ৪টা পর্যন্ত চলতে থাকে। ছাত্রদের সঙ্গে এক পর্যায়ে স্থানীয় জনতাও পুলিশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স শেষ পর্বের ছাত্র আবদুর রহিম (২৬) এবং করটিয়া টাঙ্গাইল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

টাঙ্গাইল ঃ একজন নিহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মাদ্রাসার ছাত্র বিল্লাল (১৫) গুলিবিদ্ধ হয়। বিল্লাল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়। এদেরকে মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিল্লাল হাসপাতালে মারা যায়। এছাড়া টিয়ার গ্যাস এবং পুলিশের লাঠিচার্জে ৬ জন ছাত্রীসহ অর্ধ শতাধিক ছাত্র-জনতা আহত হয়েছে।

পুলিশ-ছাত্রদের সংঘর্ষ চলাকালে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কে বিকেল দেড়টা থেকে ৫টা পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিকেল ৫টার মধ্যে ছাত্রাবাস ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কাগমারী কলেজ ছাত্র সংসদের সাবেক ভিপি ও করটিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাস্টার্সের ছাত্র ফরহাদ ইকবালসহ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। ফরহাদ ছাত্রদল নেতা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। কলেজ ক্যাম্পাসে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে।

নকলে বাধা দেয়ায় রোববার পরীক্ষাশেষে পরীক্ষার্থী ও তাদের সহযোগীরা পরীক্ষা কক্ষের যাবতীয় আসবাবপত্র ব্যাপকভাবে ভাঙচুর করেছিল।